বদলে যাও বদলে দাও | প্রথম আলো

বাঙালি-আদিবাসী সংঘর্ষ, রাঙামাটিতে ১৪৪ ধারা

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাঙামাটি | *তারিখ:* ২৩-০৯-২০১২

- ৫ মন্তব্য
- প্রিন্ট
- ShareThis
- Share
- অ+
- অ-

« আগের সংবাদ পরের সংবাদ»

রাঙামাটি সরকারি কলেজে গতকাল শনিবার দুই ছাত্রের মধ্যে হাতাহাতির জের ধরে শহরে বাঙালি-আদিবাসী সংঘর্ষে অন্তত ৬০ জন আহত হয়েছেন। সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বেলা দুইটা পর্যন্ত শহরের বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষ চলে। এ সময় অন্তত ১০টি যানবাহন ভাঙচুর ও পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

এ ঘটনার পর শহরে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। রাঙামাটি সরকারি কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ।

আহত ব্যক্তিদের মধ্যে ১৭ জনকে রাঙামাটি সদর হাসপাতালে এবং তিনজনকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ছাড়া রাঙামাটি সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে প্রায় ৪০ জনকে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

আহত ব্যক্তিদের মধ্যে তিনজন কলেজশিক্ষক ছাড়াও সাংবাদিক, চিকিৎসক ও বেশ কয়েকজন ইউপি চেয়ারম্যান রয়েছেন। রাঙামাটি সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ বাঞ্ছিতা চাকমা বলেন, ‘সকাল ১০টার দিকে হই-হুল্লোড় শুনে নিজের কক্ষ থেকে বের হয়ে বেশ কিছু লোককে উত্তেজিত অবস্থায় লাঠিসোঁটা হাতে কলেজের ভেতরে ঢুকতে দেখি। কিছু বুঝে ওঠার আগেই পুরো কলেজে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে।’

জানা গেছে, গতকাল সকালে কলেজের একজন বাঙালি ও একজন পাহাড়ি ছাত্রের মধ্যে হাতাহাতি হয়। এ ঘটনার জের ধরে সকাল ১০টার দিকে একদল বাঙালি ছাত্র কিছু বহিরাগতকে নিয়ে কলেজে হামলা চালালে সংঘর্ষ বেধে যায়। বেলা ১১টার দিকে পুলিশ ও সেনাবাহিনী কলেজে পৌঁছানোর পর সংঘর্ষ বন্ধ হয়।

এ ঘটনার পরপরই রাঙামাটি শহরে বিভিন্ন গুজব ছড়িয়ে পড়ে। শহরের বিভিন্ন স্থানে আদিবাসী ও বাঙালিরা সড়কে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। এতে চট্টগ্রাম-রাঙামাটি সড়কসহ অভ্যন্তরীণ সব সড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

বেলা সোয়া ১১টার দিকে কলেজের পূর্ব পাশে কল্যাণপুরে চট্টগ্রাম-রাঙামাটি সড়কে আদিবাসীরা ব্যারিকেড দেন। নিরাপত্তা বাহিনী সেখানে পৌঁছে আদিবাসীদের ধাওয়া করে।

একই সময় কলেজের পশ্চিম দিকে রাঙামাটির সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে বাংলাদেশ ইউনিয়ন পরিষদ ফোরামের সভাস্থলে ইউপি চেয়ারম্যানদের ওপর হামলা চালানো হয়।

ফোরামের রাঙামাটি জেলা শাখার সহসভাপতি ওয়াগ্গা ইউপির চেয়ারম্যান অংহ্লা চিং মারমা অভিযোগ করেন, ৩৫-৪০ জন বাঙালি লাঠিসোঁটা নিয়ে তাঁদের ওপর হামলা চালান। তাঁরা সভাকক্ষে ঢুকে আদিবাসী চেয়ারম্যানদের মারধর করেন।

একই সময় প্রায় দেড় হাজার বাঙালি বনরুপা বাজারে ঢুকে হাটে আসা আদিবাসীদের মারধর করেন এবং বাজারের মুখে বেশ কয়েকটি মোটরসাইকেল পুড়িয়ে দেন। বনরুপা এলাকার বেসরকারি ক্লিনিক শেভরনেও হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করা হয়। একই সময় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে হামলার শিকার হন সাংবাদিক হিমেল চাকমা।

বেলা দুইটার দিকে ফিশারিঘাট সংযোগ সড়কে হামলার শিকার হন রাঙামাটি সদর উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা সুশোভন চাকমা। এ ছাড়া রিজার্ভ বাজার এলাকায় হামলার শিকার হন পিডিবির কর্মচারী জ্ঞান চাকমা। শহরের তবলছড়ি এলাকার মাস্টার কলোনি এবং উত্তর কালিন্দীপুরের বিজন সরণিতেও হামলা চালানো হয়।

১৪৪ ধারা অব্যাহত: ঘটনার পর বেলা দেড়টার দিকে রাঙামাটি শহরে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। পুলিশ সুপার মাসুদ-উল হাসান জানান, এ ঘটনায় কাউকে আটক করা হয়নি। পরিস্থিতি শান্ত হয়ে এসেছে। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ১৪৪ ধারা বলবৎ থাকবে।

কলেজ বন্ধ, তদন্ত কমিটি: সংঘর্ষের পর জরুরি সভা করে অনির্দিষ্টকালের জন্য কলেজ বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। একই সঙ্গে ঘটনা তদন্ত কলেজের উপাধ্যক্ষ মফিজ আহমদকে প্রধান করে পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। অধ্যক্ষ জানান, কমিটি ১৫ দিনের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেবে।

ইউপি চেয়ারম্যানদের কর্মবিরতি: সভাস্থলে ঢুকে ইউপি চেয়ারম্যানদের ওপর হামলার প্রতিবাদে এবং হামলাকারীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে তিন পার্বত্য জেলার ইউপি চেয়ারম্যানরা আজ রোববার থেকে ১০ দিনের কর্মবিরতি ঘোষণা করেছেন। কর্মবিরতি পালনকালে সব ইউপি কার্যালয় বন্ধ থাকবে এবং নাগরিকত্ব সনদ দেওয়া হবে না। বাংলাদেশ ইউনিয়ন

পরিষদ ফোরামের রাঙামাটি জেলা শাখার সভাপতি অরুণ কান্তি চাকমা কর্মবিরতির বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

বিভিন্ন সংগঠনের নিন্দা: আদিবাসী-বাঙালি সংঘর্ষের ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছে পাহাড়ি-বাঙালি সংহতি পরিষদ, সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন, পার্বত্য চট্টগ্রাম সম-অধিকার আন্দোলন ও নির্বাচিত জুম্ম জনপ্রতিনিধি সংসদ।